দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 OCT 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকদের সমস্যা ও সমাধান

শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষক শিক্ষার পরিচালক। শিক্ষাকে সুপরিচালিত করে জাতি গঠনের নিমিত্তে উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ। তাই শিক্ষকের উপর জাতির ভাগ্য ন্যস্ত করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাধিক। হোয়াইট হেড বলেছেন—"কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষকের চাইতে উত্তম নয়।" তিনি শুধু শিক্ষা দানই করেন না, মানুষের মতো মানুষ সৃষ্টি ও জাতি গঠন করেন। নাগরিকের মান বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার উপর। আর শিক্ষার মান নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের গুণাবলীর ওপর। আদর্শ শিক্ষক আদর্শ জাতি, সুন্দর দেশ, সুস্থ পরিবেশ উপহার দিতে পারেন।

শিক্ষক জাতি গড়ার কারিগর। অন্য কথায় শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার রূপকার। মিঃ পার্সিনান বলেছেন—"তিনি (শিক্ষক) কেবলমাত্র খবরের [illegible] বা ভাণ্ডার নন, কিংবা শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার খবর সরবরাহকারী নন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধু, পরিচালক ও বিজ্ঞ উপদেষ্টা। তিনি শিক্ষার্থীর শরীর গঠনকারী ও মনের বিকাশ সাধনকারী, চরিত্র গঠনকারী ও পথের দিশারী।" শিক্ষকতা একটা মহান পেশা। একটি শিশুকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে শিক্ষকের সমতুল্য কেউ আছেন কি-না সন্দেহ। তিনি শিশুর বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। তাঁর কাজটি বড় জটিল ও সতর্কতামূলক। অথচ এ পেশায় বিশেষ করে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে সমাজ কাঙ্ক্ষিত সেবা ও অনুপ্রেরণা লাভে ব্যর্থ হচ্ছে।

সামাজিক মর্যাদায় বেসরকারী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যেন সমাজে অসহায় ব্যক্তি। অনেকেই তাকে করুণার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে। তিনি যে সমাজের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কথাটা অনেকে ভুলে যায়। ফলে তাঁরা পেশার প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন।

অথচ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ভেবে এ পেশাকে তাঁরা ছাড়তেও পারেন না। বিবেকের কাছে বন্দী হয়ে মৃতপ্রায় লতার ন্যায় পেশায় সম্পৃক্ত থাকেন। অবশ্য শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যা শত কষ্ট আর দুর্বিপাকে পড়েও অনেক শিক্ষকই ছাড়তে পারেন না। আর্থিক নিরাপত্তার অভাব আমাদের দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। একজন আদর্শ শিক্ষক কখনোই বিলাসবহুল অট্টালিকা কিংবা রাজপ্রাসাদ কামনা করেন না। তাঁরা খেয়ে পরে সুস্থ্য-সাবলীল জীবনযাপনেই তৃপ্ত। অর্থের লোভ, সম্মানের প্রাচুর্য তাদেরকে অন্ধ করে তোলে না। অথচ এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের (যায়া কর্মরত) আর্থিক অভাব-অনটন নিত্য দিনের সাথী। এমনও অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যারা সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে হিমশিম খান।

দুর্ঘটনা কেবলই দুর্ঘটনা। কিন্তু এর প্রভাব একজন শিক্ষকের জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। একজন শিক্ষক দুর্ঘটনায় পতিত হলে তাঁর চিকিৎসা কিংবা পুনর্বাসনের সুযোগ নেই বললেই চলে। জীবনের উচ্ছল-উজ্জ্বল দিনগুলো শিক্ষকতা পেশায় পার করে যখন দুর্ঘটনায় চিকিৎসা কিংবা পুনর্বাসনের সুযোগ পান না তখন স্বাভাবিকভাবেই পেশা ও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে। ফলে দুঃখে-কষ্টকে নিয়তির লিখন বলে ধুকে ধুকে নিঃশেষ হন।

চিত্ত বিনোদনের অভাব এদেশের শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের। সমাজের উন্নতিকল্পে যা হয়েছে শিক্ষকদের চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে তার ক্ষীণতম ব্যবস্থা হয়নি। শিক্ষক যে আমাদের সমাজে আমাদেরই ভাই-বন্ধু-পিতা। তাদেরও চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা অনেকেই ভেবে দেখেন না।

শিক্ষকদের সমস্যা বহুবিধ। রাতারাতি এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সমাজ ও দেশের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে এ সকল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

—মোঃ বাছেদ মিয়া